দৈনিক খবর

44

তারিখ 01 SEP 1988
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩

সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি হতাশাব্যঞ্জক

২০০০ সালের মধ্যে নিরক্ষর লোকের সংখ্যা দাঁড়াবে ৬ কোটি ২৩ লাখ

।। সাহেদ হোসেন চৌধুরী ।।

আগামী ২ হাজার সালের মধ্যে দেশে নিরক্ষর লোকের সংখ্যা দাঁড়াবে ৬ কোটি ২৩ লাখে। এদিকে গত ৩৭ বছরে দেশে সাক্ষরতার হার ৫ শতাংশের বেশী বাড়েনি। উপরন্তু গত ৩৫ বছরে দেশব্যাপী নিরক্ষর লোকের সংখ্যা আশংকাজনকভাবে পূর্বের চেয়ে আরও দ্বিগুণের বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে।

বাংলাদেশ সাক্ষরতা সমিতির একটি সূত্র জানিয়েছে, দেশে বয়স্ক নিরক্ষর লোকের সংখ্যাই বেশী। তুলনামূলকভাবে অল্প বয়স্ক লোকেরা সাক্ষরতার দিক থেকে বয়স্ক লোকদের চেয়ে বেশ খানিকটা এগিয়ে আছে। তবে আগামী ২ হাজার সালের মধ্যে বয়স্ক নিরক্ষর লোকের সংখ্যা আগের চেয়ে অনেক কমে আসবে। তা সত্ত্বেও দেশে বয়স্ক নিরক্ষর লোকের সংখ্যা ৪ কোটি ৭৩ লাখে দাঁড়াবে।

১৯৫১ সালে দেশে মোট সাক্ষরতার হার ছিল ১৮ দশমিক ৯ শতাংশ। বর্তমানে সাক্ষরতার হার ২৩ দশমিক ৯ শতাংশ পর্যন্ত এসে ঠেকেছে। ৩৭ বছরের ব্যবধানে সাক্ষরতার হার বেড়েছে মাত্র ৫ শতাংশ। দেশব্যাপী সাক্ষরতার হার

শেষ পৃষ্ঠায় ৩য় কলামে

২০০০ সালের মধ্যে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বাড়ানোর জন্য সংশ্লিষ্ট মহল তেমন কোন সন্তোষজনক ব্যবস্থা নেয়নি বলেই এ রকম হতাশাব্যঞ্জক ফলাফল এসেছে।

দেশে বয়স্ক নিরক্ষর লোকের সংখ্যা হলো শতকরা ৭৪ ভাগ। বাকী ২৪ ভাগ নিরক্ষর লোকের বয়স ৩৫ থেকে ৪২ বছরের মধ্যে। সমিতির সূত্রটি জানিয়েছে, বিগত প্রায় ৩৫ বছরে সম্পূর্ণ নিরক্ষর লোকের সংখ্যা দ্বিগুণ বেড়েছে। এর মধ্যে বয়স্কদের সংখ্যাই আনুপাতিক হারে অনেক বেশী। বাংলাদেশের মতো একটি উন্নয়নশীল দেশে সাক্ষরতার বদলে নিরক্ষর লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়াটা উদ্বেগজনক বলে সূত্রটির অভিমত।

অভিজ্ঞমহলের মতে, সর্বস্তরে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা সকলের ক্ষেত্রে অবশ্যই বাধ্যতামূলক করা হলে দেশে অক্ষরজ্ঞান জানা লোকের সংখ্যা দ্রুত আশাপ্রদভাবে বাড়বে। এদিকে নিরক্ষরতা দূরীকরণে দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর ভূমিকা তেমন একটা কার্যকর হচ্ছে না।

ছোট শিশুদের প্রাথমিক অক্ষরজ্ঞানদানের উদ্দেশ্যে সরকার প্রতি বছর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বই বিনামূল্যে বিতরণ করছেন। অথচ দেশের বিভিন্ন লাইব্রেরী, বইয়ের দোকান, এমনকি ফুটপাতে পর্যন্ত এসব বিনামূল্যের বই অবাধে কেনা-বেচা হচ্ছে। বিক্রি করা হচ্ছে সের দরে।

জানা গেছে, তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় গণশিক্ষা কার্যক্রমের জন্য ২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। কিন্তু সেই বরাদ্দকৃত টাকা এখন পর্যন্ত অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। কাজে লাগানো হয়নি। এ কার্যক্রমটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য কোন অফিস কিংবা কর্মচারীর ব্যবস্থা করা তো দূরের কথা, কার্যক্রম চালু করারই কোন উদ্যোগ নেয়া হয়নি।

১৯৮১ সালে দেশব্যাপী সাক্ষরতার হার হটাৎ করে কমে যাওয়ায় তৎকালীন জিয়াউর রহমান সরকার ঐ সময়ে স্বাক্ষরতা অভিযান চালু করেন। সরকারী উদ্যোগ ছাড়াও তখন ছাত্রদেরকেও নিরক্ষর লোকদের বাধ্যতামূলকভাবে পড়ালেখা শেখাতে হতো। ১৯৮১ এবং ১৯৮২ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশ নেয়া প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীকে একজন করে নিরক্ষর লোককে অক্ষরজ্ঞানদান করতে হতো। মোট ৫০ নম্বরের মধ্যে ১৮ নম্বর না পেলে মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশ নেয়া ঐ ছাত্র কিংবা ছাত্রী তার চূড়ান্ত পরীক্ষায় কৃতকার্য হলেও তাকে অকৃতকার্য হিসেবে গণ্য করা হতো। কিন্তু কারণ না দেখিয়েই এ ব্যবস্থাটি স্থগিত করা হয়।

দেশে সাক্ষরতার হার বাড়ানোর জন্য সাক্ষরতা অভিযান, গণশিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নসহ সার্বজনীন অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা দরকার বলে সাক্ষরতা সমিতির একটি নির্ভরযোগ্য সূত্র জানিয়েছে। এছাড়াও নিরক্ষরের এ ভয়াবহ অবস্থাকে ঠেকাতে হলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা অবশ্যই বাড়াতে হবে।